ইউনিট ১

প্রাচীন সভ্যতাসমূহ

ভূমিকা

বিশ্বমানব সমাজ এর জাতিভুক্ত। পূর্বে এরূপ ধারণা ছিল যে, এশিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণ ও পীতবর্ণের মানুষ ইউরোপীয় শেতাঙ্গদের চেয়ে নিম্নবর্ণের বা নিম্ন জাতি। আধুনিক কালে এরূপ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তবে মানব সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ গোটা বিশ্বে একই সঙ্গে ঘটেনি। আজ থেকে আনুমানিক ১০ হাজার বছর পূর্বে শিকারী সমাজ থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু মাত্র ছয় থেকে সাত হাজার বছর পূর্বে মানুষ নগর কেন্দ্রীক সভ্যতার সৃষ্টি করে। কৃষি ভিত্তিক সভ্য সমাজ গড়ে উঠার ফলে কৃষিজীবী ও পশুপালক বা শিকারী এইরূপ দুভাগে মানব সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে কৃষক ও পশুপালক সমাজের মানুষেরা বহুবিধ উন্নতি ও কর্ম কৌশল আবিস্কার করতে থাকে এবং মানুষ স্থায়ী ভাবে গ্রামে বসবাস ও শুরু করে। এ সকল মানুষই ৬০০০ থেকে ৪০০০ হাজার খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে পশুটানা লাঙ্গল, চাকাওয়ালা গাড়ি, পালসহ নৌকা, প্রাথমিক ধাতু শিল্প, প্রাথমিক ধরনে পৌরপঞ্জিকা আবিস্কার করতে সক্ষম হয়। আর এ সকল আবিস্কার একের পর এক ঘটেছিল পশ্চিম এশিয়া ও সংলগ্ন উত্তর আফ্রিকায়। যার ফলে পশ্চিম এশিয়ার মেসোপটেমিয়া ও মিশরে প্রথম নগর কেন্দ্রীক সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। আধুনিক মানব সমাজ এ সকল সভ্যতার নিকট ঋণী।

এ ইউনিটে প্রাচীন নগর সভ্যতার উন্মেষ, রাজনৈতিক ইতিহাস, সমাজ, বিভিন্ন আবিস্কার, ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১ মিশরীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সময়কাল ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার ধর্ম বিশ্বাস, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মিশরীয় সভ্যতার কাল ও ভৌগোলিক অবস্থান

বর্তমান উত্তর আফ্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশ মিশর। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমির দেশ মিশর। আজ থেকে প্রায় ৬ হাজার বছর পূর্বে নীলনদের আববাহিকায় মিশরীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। নীল নদের দান বলে খ্যাত ভৌগোলিক দিক থেকে মিশর দক্ষিণাঞ্চল (Upper) এবং উত্তরাঞ্চল (Lower) এইরূপ দুভাগে বিভক্ত। মিশরের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত নীলনদ ভূমধ্যসাগরে মিলিত হয়েছে। ফলে নীলনদের প্লাবনে মিশরে উভয় অঞ্চলে পলিমাটি জমে উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এ সকল কারণে মিশরে নদীমাতৃক নগর সভ্যতা গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

প্রাচীন মিশরের রাজনৈতিক ইতিহাস

৫০০০ থেকে ৩২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে মিশরের ইতিহাসে প্রাক-রাজবংশীয় যুগ বলা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০০ অব্দে রাজা মেনেস নামে এক শক্তিশালী সামন্ত উত্তর ও দক্ষিণ মিশরকে একত্রিত করে একটি বড় রাজ্যে পরিণত করেন। মেমফিশ শহরে মেনেস তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এই রাজধানী থিবস শহরে স্থানান্তরিত হয়। রাজা মেনেসের পর থেকে তিন হাজার বছর পর্যন্ত প্রাচীন মিশরে ৩১টি রাজবংশের ইতহিাস পাওয়া যায়। মিশরের প্রাচীন ইতিহাসকে ঐতিহাসিকগণ কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেন- প্রথমতঃ প্রাক্ রাজবংশীয় (খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০-৩২০০), প্রাচীন রাজত্বের যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০০-২৩০০), মধ্য রাজত্বের যুগ (২৩০০-১৭৮৮), বৈদেশিক হিক্সসদের আক্রমণ (১৭৫০-১৫৮০), নতুন রাজত্বের যুগ (১৫০০-১০৯০)।

মিশরীয় সভ্যতা

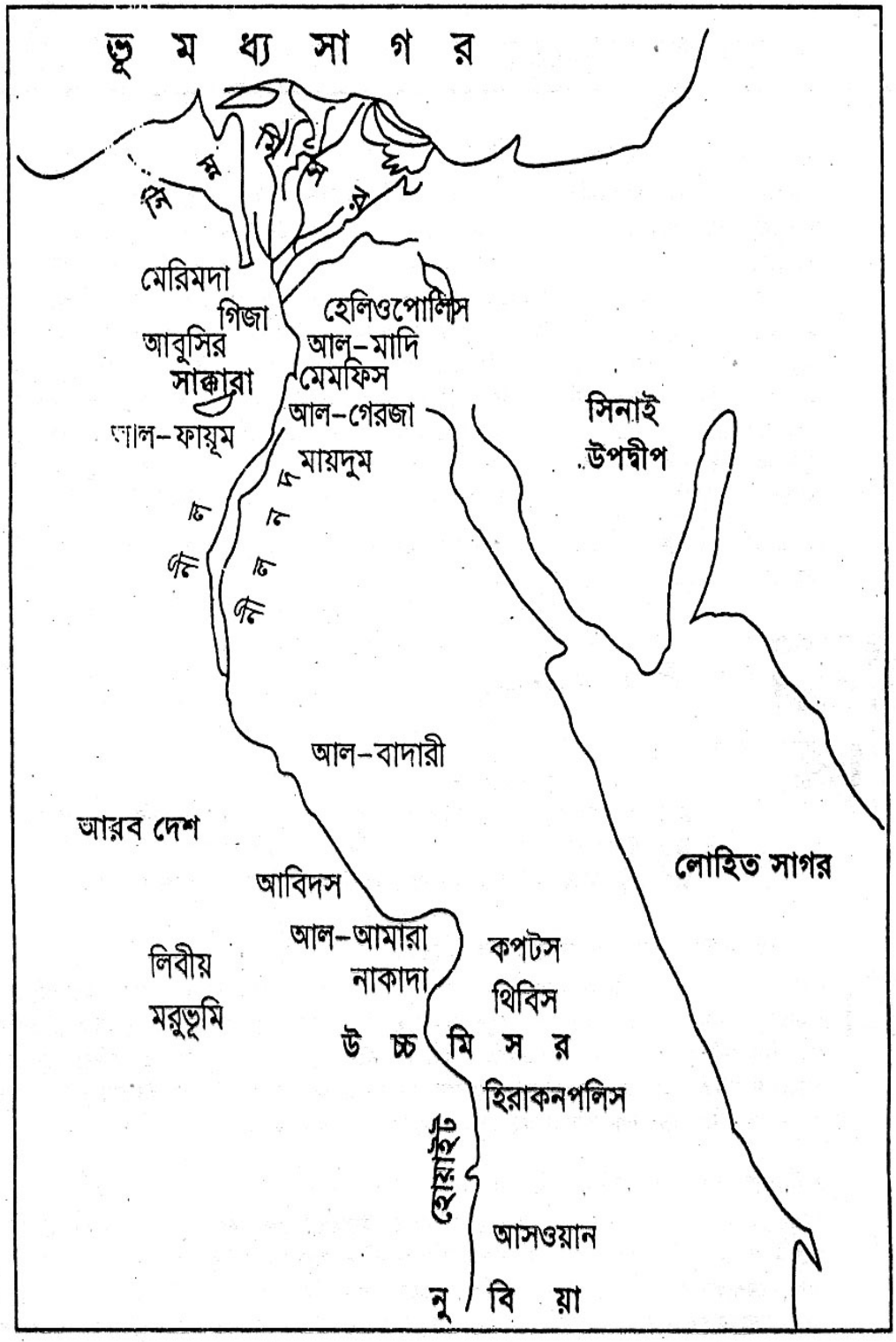

চিত্র ঃ প্রাচীন মিসর

প্রাচীন মিশরের শাসন ব্যবস্থা

প্রাক-রাজবংশীয় যুগে নীল নদের অববাহিকায় মিশরীয় সভ্যতার সূচনা হয়। এ যুগে মিশরীয়রা কৃষি কাজে সেচব্যবস্থার বিভিন্ন কৌশল আবিস্কার করে। এ ছাড়া তারা লিখন পদ্ধতি, উন্নতমানের কাপড়, সৌরপঞ্জিকা প্রস্তুত করতে শিখে। ৩২০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাচীন রাজত্বকাল। রাজা মেনেস উত্তর ও দক্ষিণ মিশরকে এক করে একটি বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন মিশরের সম্রাটদের 'ফারাও' বলা হতো। ফারাও শব্দের অর্থ 'বড়বাড়ি'। বিশাল প্রাসাদে বসবাসকারী ফারাওদের মনে করা হতো ঈশ্বরের সন্তান। তাঁরা একই সঙ্গে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সম্রাটের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে নিযোজিত থাকতেন একজন উজির বা প্রধানমন্ত্রী। মিশরের 'ফারাও' বা সম্রাটের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন রাজা মেনেস, প্রথমত আহমোজ, রাজা তুথমোস, সম্রাট ইখনাটন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় র‍্যামেসিস। পরাক্রমশালী তৃতীয় র‍্যামেসিসের মৃত্যুর পর ফারাওদের শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে।

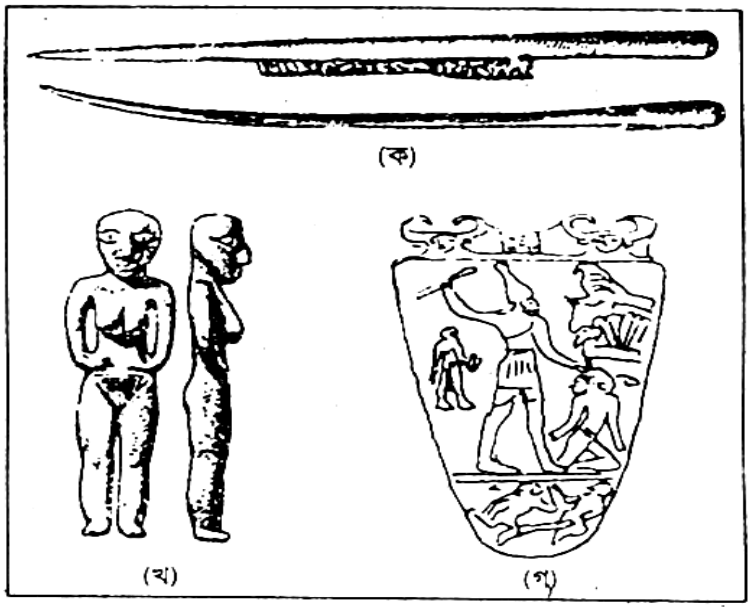

চিত্র ঃ (ক) প্রাচীন মিসরীয় হাতিয়ার; (খ) প্রাচীন মিসরীয় বাদারী, নারীমূর্তি (হাতির দাঁতের কারুকার্য); (গ) মিসরীয় রাজা নারমারের প্রতিকৃতি।

মিশরীয় সভ্যতার পতন

প্রাচীন মিশরের বিশতম রাজবংশের শেষসম্রাট ছিলেন একাদশ রামসেস। এ সময় মিশরে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। ১০৮০ খ্রিঃপূর্বাব্দে থিবস শহরের প্রধান পুরোহিত বা ধর্মযাজক সিংহাসন দখল করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে পারস্য রাজশক্তি মিশর অধিকার করলে মিশরীয় সভ্যতার অবসান ঘটে। অতঃপর ৩৩২ খ্রিঃপূর্বাব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার মিশর অধিকার করেন। তার পর থেকে মিশরে "টলেমী রাজবংশ" প্রতিষ্ঠিত হয়। টলেমী রাজবংশ দীর্ঘদিন মিশর শাসন করে। এই বংশেরই রাণী ছিলেন বহু আলোচিত ও জগত খ্যাত রানী ক্লিওপেট্রা। ক্লেওপেট্রার সময় মিশর বারবার রোমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কালক্রমে রোমানরা মিশরে রোমান শাসন বিস্তার করে।

প্রাচীন মিশরীয় জীবন যাত্রা ও সংস্কৃতির পরিচয়

ধর্ম বিশ্বাসঃ প্রাচীন মিশরীয় সমাজে ধর্মের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। রাজা বা ফারাও ছিল প্রধান ধর্মীয় নেতা। তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল 'আমন রে' (Ammon Re)। নীলদের দেবতা নামে খ্যাত ছিল ওসিরিস (Osiris)। মিশরীয়রা আত্মা অবিনশ্বরতা ও পূনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিল। তাদের ধারণা ছিল দেহ ছাড়া আত্মঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত হবে। এজন্যই তারা ফারাও বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে মমি প্রস্তুত করত। মমিকে যুগ পরম্পরায় অক্ষত রাখার জন্য নির্মাণ করা হয় সমাধি স্তম্ভ পিরামিড তবে ধর্ম বিশ্বাসে ন্যায় অন্যায়ের বা পাপ-পূণ্যের বিশ্বাস ও জড়িত ছিল। মিশরীয় সমাজে পুরোহিতদের দৌরাত্মছিল ব্যাপক। খ্রিস্টপূর্ব ১৩৭৫ অব্দে রাজা চতুর্থ আমেনহোটেপের নেতৃত্বে একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। তিনি প্রধান পুরোহিতদের মন্দির থেকে বহিস্কার করে একক দেবতা এটন (Aton) (বা একেশ্বর) এর পূজা করার নির্দেশ দেন।

চিত্র ঃ মিসরীয় রাজা তুত-আনখামুনের সাথে রাণী আনখেসনামুন, হাতির দাঁতের নকশা।

লিখন ও লিপি পদ্ধতি

মিশরীয়রা প্রথম লিখন ও লিপি পদ্ধতি আবিস্কার করে। এই লিখন পদ্ধতির নাম ছিল হায়ারোগ্লিক (Hieroglyphic) বা চিত্র লিখন পদ্ধতি। খোদাই কাজ করা বা চিত্রে পদর্শন করা- এই পদ্ধতির ২৫টি বর্ণ ছিল এবং প্রতিটি বর্ণ একটি বিশেষ চিহ্ন বা অর্থ প্রকাশ করতো। এই প্রথম মানব জাতি ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবনে সক্ষম হয়।

দর্শন ও বিজ্ঞান

আধুনিক সভ্যতা অনেকটা প্রাচীন মিশরীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের নিকট দায়বদ্ধ। সে যুগে অশেষ জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়। প্রাচীন মিশরে কারিগরি বিদ্যার প্রসার লাভ করেছিল। ব্রোঞ্জ ব্যবহারের ফলে নানা প্রকার অস্ত্র ও যন্ত্র আবিস্কার হয়। মিশরীয়রা গণিত শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শি ছিল। তারা নিকটবর্তী নক্ষত্রদের পর্যবেক্ষণ করার কৌশল ও আয়ত্ব করেছিল। তারা নীলনদের জোয়ার-ভাটা নির্ণয় করে এবং এ সম্বন্ধীয় সম্যক জ্ঞান আয়ত্ত্ব করে। মিশরীয় বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম জ্যামিতি ও গণিত শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেন। তারা যোগ-বিয়োগের ব্যবহার জানলে গুণ ও ভাগ করতে জানতো না।

মধ্য রাজবংশের যুগ থেকে মিশরীয়গণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন। মিশরে চক্ষু, দন্ত ও পেটের পীড়া রোগের চিকিৎসা আবিষ্কারে সক্ষম হয়। তারা বিভিন্ন রোগ ও ওষুধের নাম লিপিবদ্ধ করে এবং সেটিরিয়া মেডিকা' নামক ওষুধের তালিকা প্রণয়ন করেন। মৃতদেহকে অক্ষত রাখার জন্য মিশরীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী একধরনের ঔষুধ আবিষ্কার করেছিল।

পিরামিড

প্রাচীন মিশরীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্যের আশ্চর্য নিদর্শন 'পিরামিড'। পাথর দিয়ে তৈরী ত্রিকোনাকার পিরামিড আজও মিশরের কায়রে শহরে অদূরে সভ্যতার ইতিহাস বহন করছে। এ সকল পিরামিডের অভ্যন্তরে মিশরের রাজা এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের মৃতদেহ (মমি) করে রাখা হয়েছে। লক্ষাধিক পাথর টুকরো করে নিখুঁতভাবে জোড়া দিয়ে এই পিরামিড তৈরী করা হতো এবং এক একটা পিরামিড চার থেকে পাঁচশ ফুট উচু ছিল। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় মিশরীয়দের বিজ্ঞান ও কারিগরি কৌশল কতো উন্নত ছিল।

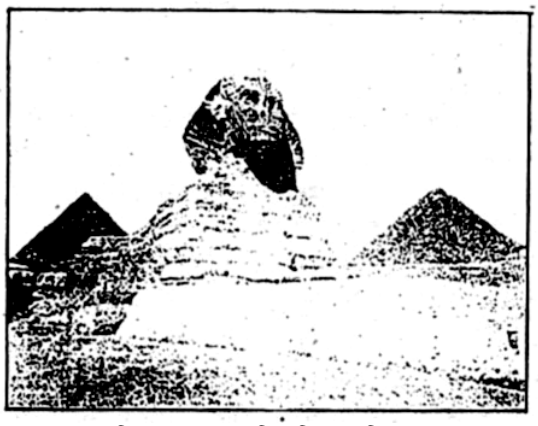

চিত্রঃ কায়রো ঃ পিরামিড ও স্ফিংস।

সার-সংক্ষেপ

মিশরীয় সভ্যতা ছিল ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা। ব্রোঞ্জ ব্যবহারের ফলে নগর সভ্যতা সৃষ্টিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ সময় নানা আবিস্কারই নগর সভ্যতা বিশেষ করে মিশরে নগর সভ্যতার উদ্ভবে সক্ষম হয়। মিশরীয় সভ্যতা আধুনিক সভ্যতার পথ প্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. নগর সভ্যতা প্রথম উদ্ভব হয়-
   ক. ইউরোপ মহাদেশে খ. আমেরিকা মহাদেশে
   গ. অস্ট্রেলয়া মহাদেশে ঘ. পশ্চিম এশিয়ায়

২. মিশরীয় সম্রাট বা রাজাদের উপাধী ছিল–
   ক. ফারাও খ. ইখনাটন
   গ. সম্রাট ঘ. বাদশাহ

৩. প্রাচীন মিশরের টলেমী রাজবংশের বিখ্যাত রানী-
   ক. রানী ফারাহ খ. রানী ক্লিও পেট্রা
   গ. রানী ইমেলদা ঘ. রানী নূর

৪. প্রাচীন মিশরের লিখন পদ্ধতির নাম
   ক. কিউনিফরম খ. ইখনাটন
   গ. হায়ারোগ্লিফিক ঘ. তুতমিশ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাচীন মিশরের ফারাওদের দায়িত্ব নির্ণয় করুন।
২. চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রাচীন মিশরীয়দের অবদান লিখুন।
৩. পিরামিড কী? পিরামিডের গঠন প্রণালী বর্ণনা করুন।

পাঠ ২ সুমেরীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুমেরীয় সভ্যতার উৎপত্তি বা উন্মেষ সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।
- সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ ও বিভিন্ন অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন।

মেসোপটেমীয় সভ্যতা

আধুনিক ইরাক রাষ্ট্রের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস (দজলা ও ফোরাত) নদীর অববাহিকায় প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতার উদ্ভব হয়। ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক মেসোপটেমীয় সভ্যতা অনেক জাতির অবদানে গড়ে ওঠে। এ সকল জাতির গোষ্ঠি মধ্যে সুমেরীয়, ব্যবিলনীয়, কাসাইট, অ্যাসিরীয় এবং ক্যালডীয়রা অন্যতম। এই দুই নদীর অববাহিকায় উদ্ভব সভ্যতাকে বর্তমানে মেসোপটেমীয় সভ্যতা নামে অভিহিত করা হয়। 'মেসোপটেমিয়া' একটি গ্রীক শব্দ-যার অর্থই হলো দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। আর দুই নদী বলতে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মেসোপটেমীয় সভ্যতার অগ্রদূত ছিলো সুমেরীয় জাতি।

সুমেরীয় সভ্যতা

সুমেরীয় জাতি মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশে এবং পারস্য উপকূল অঞ্চলে ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বসবাস শুরু করে। এরা অ-সেমিটিক জাতিগোষ্ঠি এবং মধ্য এশিয়া থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। লিখন পদ্ধতি, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা, আইন কানুন প্রণয়ন, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি সুমেরীয়রাই প্রথম শুরু করে।

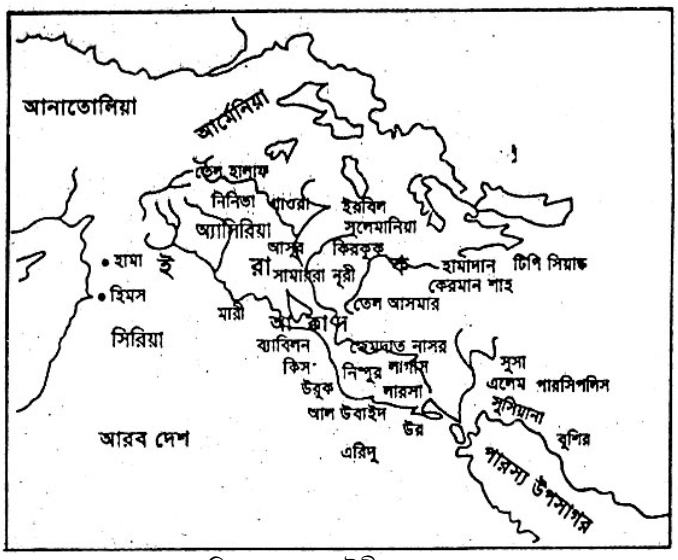

চিত্র ঃ মেসোপটেমীয় সভ্যতা।

সুমেরীয় রাষ্ট্র

সুমেরীয়রা কতকগুলি নগরের গোড়াপত্তন করেছিল। তাদের সভ্যতার প্রাণ কেন্দ্র ছিল, লাগাস, কিস, ইরিদু এবং উরুক। সুমেরীয়রা প্রথম মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে খাল খনন, জলাশয় ও বাধ নির্মাণ করে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং নিজেদের উন্নতি ঘটিয়ে নগর সভ্যতার উদ্ভব ঘটায়। ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে প্রায় ১৮টি নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব নগর রাষ্ট্রের প্রশাসকরা 'এনসি' নামে পরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত শাসক সারগন সুমেরের নগর রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত করে সভ্যতার বিকাশ ঘটান। সুমেরিয়ায় সারগনের প্রতিষ্ঠিত আক্কাদীয় রাজ্য দুশো বছর স্থায়ী ছিল। সুমেরীয়দের পরবর্তী বিখ্যাত শাসক ছিলেন সম্রাট 'ডুঙি। সম্রাট ডুঙির নেতৃত্বে সুমেরীয়গণ খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ অব্দে একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেন। ডুঙি সুমের জাতির জন্য সর্বপ্রথম একটি বিধিবদ্ধ আইন (Code) প্রচলন করেন।

সুমেরীয় সমাজ ব্যবস্থা

সুমেরীয় সমাজ বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিল। প্রথমস্তরে ছিল শাসক, ধর্মযাজক, দ্বিতীয় স্তরে সাধারণ নাগরিক এবং তৃতীয় স্তরে ক্রীত দাস সম্প্রদায়। শাসকগণ ইশ্বরের প্রতিনিধি দাবি করে দেশ শাসন করতেন। দাসদাসীরা শাসকদের সেবায় নিয়োজিত থাকতো। স্বাভাবিক ভাবেই দাসদাসী এবং কৃষক ছিল সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়।

সুমেরীয়দের আইন কানুন

সুমেরীয়দের আইনের মূল বিষয় ছিল প্রথমতঃ অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের জন্য তদ্রুপ শাস্তি দেয়া। অর্থাৎ চোখের বদলে চোখ। দ্বিতীয়তঃ একধরণের বিচার আদালত বিদ্যমান ছিল, যেখানে বাদী বিবাদী উভয়কেই হাজির করা হতো। তৃতীয়তঃ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা হতো। বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর বিচারকার্য কঠোর ছিল। অথচ সামরিক বাহিনীতে একমাত্র অভিজাতদেরই অংশগ্রহণ করার সুযোগ ছিল। অন্যান্য সমাজের মতো সুমেরীয় আইনও গড়ে ওঠেছিল তাদের সামাজিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যদিয়েই। সুমেরীয়দের বিখ্যাত সম্রাট 'ডুঙি' প্রথম আইন সংকলন করেন। সুমেরীদের আইন ব্যবস্থা পরবর্তী সমসাময়িক সভ্যতাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে ছিল।

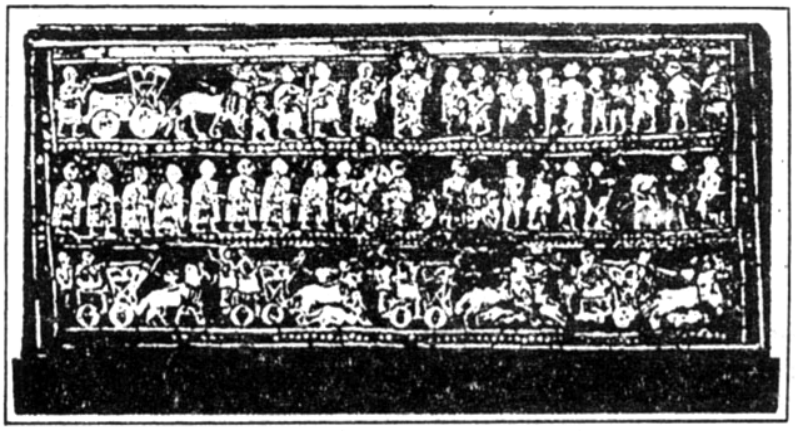

চিত্র ঃ সুমেরীয় কারুশিল্প ঃ উর থেকে প্রাপ্ত হাতির দাঁতের নকশা।

সুমেরীয় ধর্ম

সুমেরীয়রা অনেক দেব দেবীতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাদের এক একটি দেবতা এক একটি নামে পরিচিত ছিল। বিখ্যাত দেবতা শামাশ (সূর্যদেবতা), এনলিল বৃষ্টি ও বায়ুর দেবতা এবং ইশতা নারী জাতির দেবতা নামে পরিচিত ছিলেন। তবে তাদের প্রধান দেবতা ছিল নার্গাল। সুমেরীয় সভ্যতায় মিশরীয় সভ্যতার অনেক প্রভাব থাকলেও মিশরীয়দের মতো তাদের মধ্যে পরকালের ধারণা বা পুর্নরুজ্জীবন, (স্বর্গ-নরক) ধারণার জন্ম লাভ করেনি। সম্ভবতঃ এই কারণে সুমের অঞ্চলে মৃতদেহকে কেন্দ্র করে কোন প্রকার অট্টালিকা, সমাধি বা মমির প্রবণতা দেখা যায় না। তারা মৃতদেহকে কবর দিতো।

সুমেরীয় সাহিত্য

সুমেরীয়রা পড়ালোখায় উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবেশী মিশরীয়দেরকে অতিক্রমও করেছিল। যেমন, সুমেরীয়রা 'গিল গামেশ' নামক মহাকাব্য রচনা করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে এই মহাকাব্য রচিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

সুমেরীয়দের লিখন পদ্ধতি

সুমেরীয় সভ্যতার অন্যতম কীর্তি ছিল একধরনের লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন। এই পদ্ধতি ছিল প্রথমতঃ চিত্রলিপি এবং পরবর্তীতেতা শব্দলিপিতে রূপান্তরিত হয়। এই লিখন পদ্ধতি 'কিউনিফর্ম' নামে পরিচিত। কাঁদা মাটিতে চাপ দিয়ে চিত্রাংকন দ্বারা মনোরভাব প্রকাশ করতো।

সুমেরীয় স্থাপত্য ও শিল্প

সুমেরীয় নগর সভ্যতায় পোড়া ইটের ব্যবহার হতো। তবে মিশরীয়দের মতো সুমেরীয়রা পাথরের ব্যবহার করতো না বলে তাদের তৈরী ইমারত দীর্ঘস্থায়ী হতো না। সম্ভবতঃ সুমের অঞ্চলে পাথর দুস্প্রাপ্য ছিল। তবে তাদের নগর পরিকল্পনা ছিল খুবই নিখুত। দালানের দেয়াল ইটের তৈরী হলেও ছাঁদ ছিল কাঠের দ্বারা তৈরী। সুমেরীয় শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি 'জিগগুরাট' নামক ধর্মমন্দির। প্রায় প্রতি নগরেই এইরূপ জিগগুরাট ইমারত তৈরী হয়েছিল।

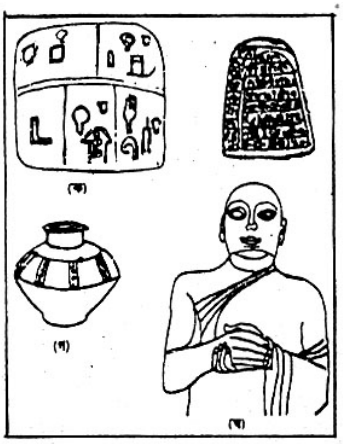

চিত্র ঃ সুমেরীয় শিল্পকলা ঃ
(ক-খ) সীলমোহর-চিত্রলিখন; (গ) সিলিন্ডার-কীলকাকর; রঞ্জিত মৃৎপাত্র; (ঘ) পুরোহিতের ভাস্কর্য

সুমেরীয়দের অন্যান্য কৃতিত্বের মধ্যে ছিল গণনা পদ্ধতি, গুণভাগ নির্ণয়, চন্দ্র ভিত্তিক বর্ষপঞ্জি তৈরী, পানি দ্বারা চালিত একধরনের ঘড়ি। অন্যদিকে কৃষি ছিল সুমেরীদের প্রধান জীবিকা। দ্বিতীয় পেশা হিসেবে তারা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচলন ঘটায়। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সঙ্গে তাদের বাণিজ্য সম্পর্কে গড়ে ওঠে।

সার-সংক্ষেপ

সুমেরীয় সভ্যতার সাথে প্রতিবেশী মিশরীয় সভ্যতার অনেক মিল রয়েছে। নতুন পাথরের যুগ পার হয়ে ব্রোঞ্জ (তামা) যুগেই উভয় সভ্যতার সৃষ্টি হয়। ফল এখানে তামা বা ধাতু ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ক্ষমতা ও হাতিয়ারের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। মিশরীয়দের মতো সুমের অঞ্চলেও রাজা, পুরোহিত, সামরিক কর্তা এরূপ বিভাজন দেখা যায়। মেসোপটেমীয় সভ্যতার বিকাশ এবং নিত্য নতুন আবিষ্কারের মূলে সুমেরীয়দের অবদানই অধিক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.২

এক কথায় উত্তর দিন

১. মেসোপটেমিয় শব্দের অর্থ কী?
২. সুমের জাতি কখন এবং কোথায় প্রথম বসবাস শুরু করে?
৩. সুমেরীদের প্রতিষ্ঠিত ৪টি নগরের নাম লিখুন?
৪. সুমেরীদের বিখ্যাত শাসকের নাম কী?
৫. সুমেরীয়দের প্রধান জীবিকা কী ছিল?
৬. সুমেরীয় সভ্যতার লিখন পদ্ধতির নাম কী?
৭. সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে প্রতিবেশী কোন সভ্যতার মিল বা সাদৃশ্য রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মেসোপটেমীয় সভ্যতার বিবরণ দিন?
২. সুমেরীয় সভ্যতার রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিবরণ দিন।
৩. সুমেরীয়দের আইন কানুনের বিভিন্ন দিক চিহ্নিত করুন।
৪. সুমেরীয় সভ্যতার স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে লিখুন।

পাঠ ৩ ব্যবিলনীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবিলনীয় সভ্যতার পরিচয় সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।
- এ্যামোরাইট জাতির রাজা হাম্মুরাবীর শাসন ও আইন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ব্যবিলনীয় সভ্যতার অবদান সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

ব্যবিলনীয় সভ্যতার পরিচয়

সুমেরীয়রা ছিলো অ-সেমিটিক জাতি। কিন্তু মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে গড়ে ওঠা অপর সভ্যতা (ব্যাবিলনীয়) সভ্যতার জনক ছিলো-সেমিটিক জাতি। ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে তোলে এ্যামোরাইট নামক সেমিটিক জাতি। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে সেমিটিক জাতির অবদান সর্বাধিক। প্রকৃত পক্ষে সুমেরীয় রাজা ডুঙির মৃত্যুর পর পরই সুমেরীয় সভ্যতার পতন ঘটে। সুমেরীয় সভ্যতার ধ্বংসস্তুপের ওপর গড়ে ওঠে ব্যবিলনীয় সাম্রাজ্য বা সভ্যতা। অ্যামোরাইটরা আরব মরুভূমির উত্তরাঞ্চল থেকে মেসোপটেমিয়ায় এসে ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যবিলনে সভ্যতা গড়ে তোলে। এই সভ্যতাকে প্রাচীন ব্যবিলনীয় সভ্যতা বলা হয়।

ব্যবিলনীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

ব্যবিলনে বসতিস্থাপনকারী এ্যামোরাইটদের নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি তেমন উন্নতি ছিল না। ব্যবিলনে রাজ্য স্থাপন করে তারা পূর্বের সুমেরীয় সভ্যতার সবকিছুই গ্রহণ করে। মূলতঃ ব্যবিলনীয় সভ্যতা চরম খ্যাতি অর্জন করে বিখ্যাত সম্রাট হাম্মুরারীর শাসনামলে। হাম্মুরারীর আইন জগত বিখ্যাত। পরবর্তীতে ব্যবিলনীয় সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ব্যবসা বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধন করে।

রাজা হাম্মুরাবী ও ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য

রাজা হাম্মুরাবী (১৭৯২-১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ছিলেন এ্যামোরাইট জাতির বিখ্যাত নেতা। তাঁর আমলে ব্যবিলন নতুন সভ্যতায় উদ্ভাসিত হয়। ইউফ্রেটিস উপত্যকায় ব্যবিলনে তিনি কেন্দ্রীয় রাজ্য স্থাপন করেন এবং যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে এক বিশাল শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন।

চিত্র ঃ প্রাচীন ব্যাবিলনীয় (অ্যামোরাইট) সভ্যতা ঃ হাম্মুরাবীর প্রতিকৃতি, চূনা পাথরে খোদিত এবং কীলকাকর লিখন।

নব্য ব্যাবীলনীয় সাম্রাজ্য

হাম্মুরাবীর মৃত্যুর পর ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের অবক্ষয় শুরু হয়। এ সময় সুমেরিয় অঞ্চল আবার অনেকগুলো ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে এ অঞ্চলে উত্থান ঘটে অ্যাসিরিয়ানদের। নিষ্ঠুর সামরিক নীতি প্রয়োগ করে মেসোপটেমিয়ায় বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে তারা। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে অ্যাসিরিয়ানদের পরাজিত করে ব্যালডিয় সামন্তরাজা নেবুশাদনেজার ব্যবিলনকে কেন্দ্র করে নতুন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাম্রাজ্য 'নব্য ব্যাবিলনীয়' সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। এই সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন নেবুশাদনেজার। জেরুজালেম বিজয়ী এ রাজা তাঁর রাণীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নগর দেয়ালের উপরে এক মনোরম উদ্যান নির্মাণ করেন। এ উদ্যানই বিশ্বখ্যাত ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান বা 'ঝুলন্ত উদ্যান' নামে পরিচিত।

হাম্মুরাবী আইন ঃ (Code of Hammurabi)

রাজা হাম্মুরাবী স্বীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও সংহতি রক্ষার্থে প্রচলিত স্থানীয় নীতি ও আইন কানুন সংস্কার করে একটি সর্বজনস্বীকৃত বিধিবদ্ধ আইন তৈরী করেন। ইতিহাসে তা হাম্মুরাবীর আইন (Code of Hammurabi) বলে খ্যাত। তবে হাম্মুরাবীর প্রণীত আইন সুমেরীয় রাজা ডুঙির আইন দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবান্বিত। প্রস্তুর স্তম্ভে বিধান মালা খোদিত করে রাজা বিভিন্ন মন্দিরে স্থাপন করে রাখেন। বর্তমানে ফ্রান্সের প্যারিস যাদুঘরে (ল্যুভ জাদুঘর) সংরক্ষিত এই স্তম্ভে সর্বমোট ২৮২টি বিধি উৎকীর্ণ রয়েছে। রাজনৈতিক অপরাধ, পারিবারিক, বিবাহ, ক্রয় বিক্রয়ের নিয়মাবলী, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি- এই আইনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সর্বজন স্বীকৃত বিস্তারিত আইন কানুন হাম্মুরাবীর পূর্বে কোন রাজা প্রণয়ন করেননি।

ধর্ম বিশ্বাস

অন্যান্য সভ্যতার মতো ব্যবিলনীয়রাও দেবদেবীর পূজা অর্চনায় বিশ্বাসী ছিল। মারদুক (Marduk) নামক সূর্যদেবতার পূজা ব্যবিলনীয় সমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিল। তাছাড়া তারা প্রণয়েব দেবী ইসতার, বায়ুর দেবতা মারুওসসহ অসংখ্য নগর দেবতা ও ছোটখাট দেবদেবীর পুজা করত। অশরীরী প্রেতাত্মা শক্তিতেও তারা বিশ্বাসী ছিল।

শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চা

শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রাচীন ব্যবিলনীয়নরা আলাদা কৃতিত্বের দাবীদার। তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল এবং তাদের ভাষার ৩৫০টি ধবনি চিহ্ন ছিল। শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যবিলনীয় সমাজে এক ধরণের শিক্ষালয় ছিল। সেখানে নরম ও ভিজা কাদার মধ্যে কাঠি দিে লিখন হতো। একে কিউনিফর্ম বা কীলকাকার লিখন পদ্ধতি বলা হয়। লিখন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়াই ছিল এই শিক্ষালয়ের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীকে সমাজে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হতো। বিদ্যালয়ের দেওয়ালে লিখা হতো "লিখন পদ্ধতিতে যে উৎকর্ষতা অর্জন করবে, সে সূর্যের ন্যায় কিরণ দিবে।" সুমেরীয় সভ্যতার ন্যায় ব্যবিলনীয় সমাজেও সাহিত্য চর্চা ছিল। সুমেরীয়দের 'গিলগামেশ' উপাখ্যানের উৎস থেকে ব্যবিলনীয় কবি সাহিত্যিকগণ অনবদ্য সাহিত্য রচনা করেন।

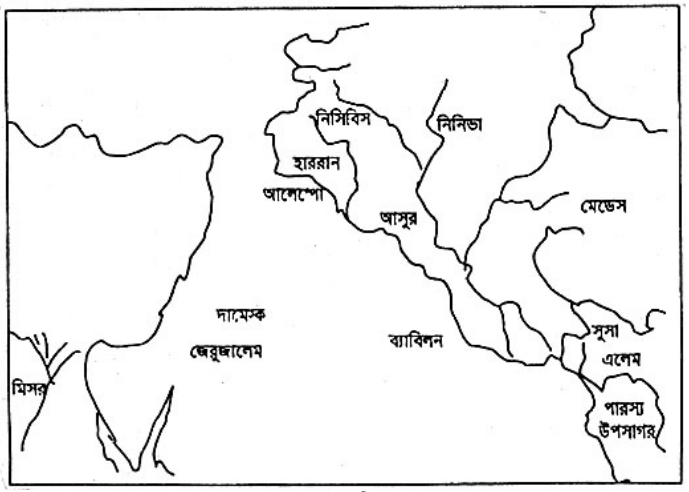

চিত্র ঃ ব্যাবিলনীয় রাজ্য।

জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা

চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র ও গণিতে ব্যবিলনীয় বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। সে সময় ব্যবিলনে ৫৫০ রকমের ওষুধের প্রচলন ছিল। ব্যবিলনীয় বিজ্ঞানীরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখেন। তারা তারকা মন্ডল, সূর্য ও রাশিচক্র সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহী ছিল এবং এ সম্বন্ধে যুক্তি সংগত ধারণাও লাভ করেছিল। জ্যোতিষীগণ একধরণের জলঘড়ি ও সূর্যঘড়ির আবিষ্কার ও ব্যবহার আয়ত্ত্ব করেছিল। এছাড়া বর্ষপঞ্জিকাকে বছর, মাস ও দিনে বিভক্ত করে ব্যবহার করার কৌশলও তারা আবিস্কার করেন। গণিত শাস্ত্রে ব্যবিলনীয়রা বুৎপত্তি অর্জন করে। দশমিকের প্রচলন, বীজগণিতে সরল সমীকরণ, পরিধি, ব্যাসের অনুপাতের মানস্থিত ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে।

ভাস্কর্য

বিভিন্ন পাথরের স্তম্ভে ব্যবিলনীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন রয়েছে, খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দে চুনাপাথরের স্তম্ভে শ্মশ্রুমন্ডিত এবং নকসাকৃত পোশাকে হাম্মুরাবীকে খোদিত করা হয়েছে। এ ছাড়া হাম্মুরাবীর ২৮২টি আইন নিখুঁত ও বিন্যাস্তকৃত পাথরে খোদাই করা হয়েছে। এভাবে বিশ্ব সভ্যতায় ব্যবিলনীয়রা অবদান রেখে গেছেন।

সার-সংক্ষেপ

মেসোপটেমিয়ায় আগত এ্যমোরাইট জাতি ব্যবিলনীয় সভ্যতা গড়ে তোলেন। এই এ্যমোরাইট জাতির বিখ্যাত সম্রাট হাম্মুরাবী পৃথিবীর প্রথম আইন প্রণেতা বলে বিবেচিত। পরবর্তী গ্রীক, রোমান ও পারসিক সভ্যতা ব্যবিলনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিচার ব্যবস্থার নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ব্যবিলনীয়রা কোন জাতি গোষ্ঠীর মানুষ-
   ক. অ্যাসিরীয় খ. এ্যামোরাইট-সেমিটিক
   গ. ফিনিসীয় ঘ. হিব্রু

২. ব্যবিলনীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে-
   ক. খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে খ. খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০০ অব্দে
   গ. খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে ঘ. খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে

৩. এ্যামোরাইট জাতির বিখ্যাত রাজা ছিলেন-
   ক. রাজা ডুঙি খ. রাজা সারগন
   গ. রাজা হাম্মুরাবি ঘ. রাজা ইখনাটন

৪. ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান নির্মাণ করেন-
   ক. রাজা হাম্মুরাবী খ. রাজা নেবুচ্যাদন্যাজার
   গ. রাজা নেবোপলেসার ঘ. রাজা সারগন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ব্যবিলনীয় সভ্যতার পরিচয় দিন।
২. রাজা হাম্মুরাবী কে ছিলেন?
৩. হাম্মুরাবী কোড কী?
৪. নেবুশাদনেজার কে ছিলেন?

পাঠ ৪ হিব্রু সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিব্রু জাতির উৎপত্তি ও পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- হিব্রু সভ্যতার ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হিব্রু ধর্ম সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

হিব্রুদের পরিচয়

প্রাচীন মিশরীয় এবং মেসোপটেমীয় সভ্যতার পর যারা প্রাচীন মানব সভ্যতায় অবদান রেখেছিল তারা হচ্ছে হিব্রু জাতি। হিব্রুরাই ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক এবং ইসরাইলী জাতি হিসেবে সমধিক পরিচিত। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন ফোরাত নদীর (ইউফ্রেটিস নদী) অপর পাড় থেকে যে সব মানবগোষ্ঠী বিতাড়িত হয়ে প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করে- তারাই হিব্রু জনগোষ্ঠী। হিব্রু শব্দের অর্থ 'বিদেশী' (Alien) থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই নৃতাত্ত্বিক অর্থে হিব্রুরা কোনো নির্দিষ্ট জাতি নয়। হিব্রু সভ্যতার অনেক উপাদানই মিসরীয় ও ব্যবিলনীয় উৎস থেকে আহরিত।

হিব্রুদের রাজনৈতিক ইতিহাস

হিব্রু জাতি খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে তাদের আদি পুরুষ ইব্রাহিমের (আব্রাহাম) নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ার একত্রে বসবাস শুরু করে। অতঃপর ইব্রাহিমের পৌত্র ইয়াকুব (জ্যাকব) হিব্রুদের নিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করেন। ইয়াকুব এর অপর নাম ইসরায়েল থেকেই উক্ত জাতি ইসরাইলী নামে পরিচিতি। ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইসরাইলীরা দুর্ভিক্ষে পতিত হলে প্রতিবেশী মিশরে গমন করেন কিন্তু সেখানে তারা ফারাওদের অধীনে দাসত্ব বরণ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০-১২৫০ অব্দে নবী মুসা (মোজেস)। মিশরে আবির্ভূত হয়ে হিব্রুদের মুক্ত করে সিনাই উপদ্বীপে উপস্থিত হন। এখানে এসে হিব্রুরা দেবতা যেহোভাব উপাসনা শুরু করে। অতঃপর দাউদ (ডেভিড) এর নেতৃত্বে প্যালেস্টাইন (ফিলিস্তিন) দখলকরে এবং জেরুজালেম শহরে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি হিব্রু জাতিকে সুসংহত করেন। দাউদ এর মৃত্যুর পর তার পুত্র সুলায়মান (সলোমন) হিব্রুদের রাজা মনোনীত হন। তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী ও সুপন্ডিত। খ্রিস্টপূর্ব ৯৩৫ অব্দে সুলায়মান মৃত্যুবরণ করলে হিব্রু জাতির পতন শুরু হয়। জেরুজালেম রাজ্য রাজ্য দ্বিখন্ডিত হয়ে উত্তরে ইসরাইল এবং দক্ষিণে জুদাহ রাজ্যে বিভক্ত হয়। পরে এ্যাসিরীয়গণ হিব্রুরাজ্য এবং ক্যালডীয় রাজা নেবুশাদনেজার জুদাহ রাজ্য দখল করেন।

চিত্র ঃ হিব্রু সভ্যতার বিকাশ

হিব্রু ধর্ম

প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে হিব্রু জাতির উত্থান সভ্যতার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা। হিব্রু ধর্মের (ইহুদী জাতির) ধর্মগ্রন্থ তাওরাত বা ওল্ড টেস্টামেন্ট (Old Testament)। মুসা (আ) এর নেতৃত্বে তারা একেশ্বরবাদের প্রতীক হিসেবে যেহোভা'র আরাধনায় আকৃষ্ট হয়। মুসার মৃত্যুর পর হিব্রু ধর্ম কুসংস্কারে পতিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে পারস্যের হাতে জেরুজালেমের পতন ঘটলে হিব্রুরা পারস্যের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন বন্দীদশায় থাকার পর এক পর্যায়ে

হিব্রুদের মধ্যে নব চেতনার উদ্ভব হয়। এ যুগে ইহুদীরা জরথুস্ত্র ধর্মের প্রভাবে আসে এবং আবার একেশ্বরবাদে আকৃষ্ট হয়। তাই ইসলামের মতো ইহুদী ধর্মও একেশ্বরবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

হিব্রু আইন

আইন তৈরীতে এ্যামোরাইটদের ন্যায় হিব্রুদেরও যথেষ্ট অবদান আছে। তবে তাদের আইন অনেকটা হাম্মুরাবীর আইনের দ্বারা প্রভাবিত। ব্যবিলনীয় আইনের অনুকরণে তারা যে আইন তৈরী করে তা 'ডিউটোরোনোমিক কোড' নামে পরিচিত। এই কোড হাম্মুরাবীর আইনের চেয়ে অনেকটা পরিশুদ্ধ। তাদের প্রণীত অনুশাসনে গরীব দুঃখীদের স্বার্থরক্ষা, মানবতা, দাসদের মুক্তির যথাযথ ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে এই আইনের প্রয়োগের ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা মজবুত হয়।

হিব্রু সাহিত্য

সাহিত্য চর্চায় হিব্রুদের পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়। তাদের সাহিত্য কর্ম 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' (Old Testament) এবং 'অ্যাপক্রিপা'য় (Apoerypha) লিপিবদ্ধ আছে। মুসার (আ) অনেক বাণী ওল্ড টেস্টামেন্টে সংগৃহীত করা হয়েছে। রাজা দাউদ (ডেভিড) প্লাসম (Psalms) এর অধিকাংশ পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করেন। যা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্ম বলে বিবেচিত। "উইজডম অব সলোমন" একটি শ্রেষ্ঠ ইহুদী সাহিত্য গ্রন্থ। এ ছাড়া "সোলেমানের গীতিকা" (Song's of Solomon) হিব্রুজাতির জনপ্রিয় গীতিকা। হিব্রু শিল্পকলা এবং স্থাপত্য অতুলনীয়। রাজা দাউদ জেরুজালেমকে ঐশ্বর্যশালী তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেন। জেরুজালেমে এখনো অনেক স্থাপত্য তাঁর কীর্তি বহন করছে।

সার-সংক্ষেপ

মধ্য এশিয়া ও নিকট প্রাচ্যের যেসব সভ্যতা আমাদের আধুনিক সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে তাদের মধ্যে হিব্রু সভ্যতা অন্যতম। হিব্রু সভ্যতা পূর্ববর্তী সভ্যতার অনেক কিছু আত্ম করেছিল বটে কিন্তু হিব্রু সভ্যতার মৌলিক কিছু সৃষ্টিও আছে। বিশেষ করে একেশ্বরবাদের প্রবক্তা ইহুদীরা ধর্মে নৈতিকতা এবং পবিত্রতা রক্ষায় অধিক ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক-
   ক. হিব্রু জাতি খ. অ্যাসিরীয় জাতি
   গ. অ্যামোরাইট জাতি ঘ. ফিনিশীয় জাতি
২. হিব্রু শব্দের অর্থ-
   ক. দেশী খ. যাযাবর
   গ. বিদেশী ঘ. স্থানীক
৩. হিব্রু জাতির আদি পুরুষ-
   ক. আব্রাহাম খ. সোলেমান
   গ. ডুঙি ঘ. ডেভিড
৪. হিব্রুদের প্রধান দেবতা
   ক. উরিয়া খ. যেহোভা
   গ. ওসিরিয় ঘ. জেকব

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হিব্রুদের পরিচয় লিখুন?
২. হিব্রু ধর্মের বিবরণ দিন?
৩. রাজা সলোমন কে ছিলেন?

পাঠ ৬ পারসিক সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আর্য জাতি কর্তৃক পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানতে পারবেন।
- পারস্য সভ্যতায় সাসানীয় বংশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- পারসিকদের ধর্ম (জবথুস্ত্র) ব্যবস্থা আলোচনা করতে পারবেন।
- প্রাচীন সভ্যতায় পারসিকদের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পারসিক সভ্যতার উৎপত্তি

রাজা সাইরাস এবং অ্যাকামেনী বংশঃ আধুনিক ইরান-ইরাক এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে খ্রিস্ট পূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে গঠিত হয় পারস্য সাম্রাজ্য। আরব উপদ্বীপের আর্যজাতির দ্বারা পারস্য সভ্যতার সূত্রপাত। এরা ইরানের পশ্চিমে ও দক্ষিণে বসতি স্থাপন করে পারসিক সভ্যতা গড়ে তোলে। আর্যজাতির অপর একটি শাখার নেতা সাইাস খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫৯ অব্দে পারস্যভিত্তিক এক বিশাল সামাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সাইরাস অ্যাকামেনী গোত্রের নেতা ছিলেন। সাইরাস প্রতিষ্ঠিত অ্যামামেনীর বংশের রাজধানী ছিল পার্সিপোলিস। সাইরাসের পুত্র ক্যামবিসাস খ্রিস্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে ব্যবিলন ও মিশর দখলন করেন। ফলে ব্যবিলনে সেমিটিকদের পতন হয় এবং সেখানে আর্যদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাচীন পারস্য সভ্যতা

চিত্র ঃ প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য

রাজা দারিয়ুস

রাজা ক্যামবিসাস আততায়ীর হাতে নিহত হলে দারিয়ুস নামক এক সামন্ত অভিজাত খ্রিস্টপূর্ব ৫২২ অব্দে পারস্যের সম্রাট নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনামলে পারস্য গ্রীক ও রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। রাজা দারিয়ুসের মৃত্যুর পর তার পুত্র জারেক্সস পারস্য শাসন করেন। পারস্য সাম্রাজ্যের শেষ দিকে দুর্বল শাসনের কারণে রাজশক্তি ক্ষয় হয়। ৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রীক বীর আলেকজান্ডার পারস্য আক্রমণ করে দখল করে নেন। ৩৩০ থেকে ২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পারস্য বা ইরান গ্রীক শাসনাধীন ছিল।

পারস্যে সাসানীয় বংশ

গ্রীক শাসনের পর পার্থিয়ানগণ পারস্য শাসন করেন। অতঃপর ২২৬ খ্রিস্টাব্দে আরদাশির নামক এক নেতার নেতৃত্বে পারস্যে সাসানীয় বংশের রাজত্ব শুরু হয়। ইতিহাসে তা সাসানীয় সাম্রাজ্য বলে পরিচিত। এই সময় পারস্যে জরথুস্ত্র ধর্ম প্রবর্তিত হয়। সাসানীয় রাজা পারভেজ খসরুর সময়ে আরবর মক্কায় হযরত মুহম্মদ (স) ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের আমলে আরব মুসলমানদের নিকট পরাজিত হবার পর পারস্যে সাসানীয় রাজবংশের পতন ঘটে।

পারস্য সভ্যতার অবদান

পারস্য সভ্যতার বড় অবদান এই যে, পারস্যের সঙ্গে মেসোপটেমিয়া, এশিয়া মাইনর, সিরিা, প্যালেস্টাইন উপকূল ও মিশরের সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়ে পারস্যে উন্নত সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। বিশেষ করে বিখ্যাত অ্যাকামেনীয় সভ্যতার প্রভাব ছিল বিশাল। এ সময় ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গেও পারস্যের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। পারসিকরা ৩১টি বর্ণমালা বিশিষ্ট এক লিখন পদ্ধতির প্রবর্তন করে। পারস্যসহ পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে পারসিকরা মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ঘটায়।

স্থাপত্য শিল্প

স্থাপত্যশিল্পে পারসিকরা ব্যবিলনীয় ও অ্যাসিরীয় রীতির মিশ্রণ ঘটায়। কিন্তু তাদের স্থাপত্যে মেসোপটেমীয়দের মতো খিলান পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। খিলানের পরিবর্তে মিশরীয় স্থাপত্যরীতি অনুসার স্তম্ভ ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে মিসরীয় প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অন্যান্য সভ্যতার স্থাপাত্য যেখানে ধর্মীয় মন্দির নির্মাণ অধিক গুরুত্ব পেয়েছে- সেখানে পারসিকরা প্রাসাদ নির্মাণে এগিয়ে এসেছে। বিখ্যাত স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে আজও দারিয়ুদের প্রাসাদ (সুসা প্রাসাদ), সাইরাসের সমাধী, পাসারগাডের রাজপ্রাসাদ পারস্য স্থাপত্য শিল্পের সাক্ষী বহন করছে।

পারসিক ধর্ম

পারস্য সভ্যতার বিশাল এক অংশ জুড়ে রয়েছে তাদের জরথুস্ত্র ধর্ম। জরথুস্ত্রের আবির্ভাব খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে। সম্রাট আরদাশিরের আমলে এই ধর্মে রাজকীয় মর্যাদা লাভ করে। জরথুস্ত্র ধর্মের উপাস্য দেবতার ছিল 'আছর মাজদা'। তিনি মঙ্গলের দেবতা এবং তার প্রতীক অগ্নি। এই কারণে পারসিকদের অগ্নি উপাসক বলা হয়। তাদের ধর্মমতো, 'আহরিমান' হলেন অমঙ্গলের দেবতা। অগ্নি উপাসক পারসিকরা পরকালের বিশ্বাসী ছিলেন। জরথুস্ত্রের মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা ধর্মগুরুর বাণী লিপিবদ্ধ করে রাখে। এই ধর্মগ্রন্থের নাম 'জেন্দাবেস্তা'। জেন্দাবেস্তার মূল বিষয় ইহকাল, পরকাল, স্বর্গ-নরক, ভাল মন্দ। তবে এই ধর্ম বর্তমানে পারস্যে আর প্রচলিত নয়। ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর অল্প কিছু দেশের খুব কম সংখ্যক লোক এখন এ ধর্মের অনুসারী।

সার-সংক্ষেপ

৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারসিকরা সমগ্র মেসোপটেমিয়া অঞ্চলসহ, ক্যালডীয় সাম্রাজ্য অধিকার করে সভ্যতার সূচনা করে। পরবর্তীতে ইউরোপ এবং ভারতবর্ষ পর্যন্ত পারস্য সভ্যতার প্রভাব বিস্তার ঘটে। ফলে পারসিকরা যেমন অন্য দেশ ও সভ্যতা থেকে শিক্ষা সংস্কৃতি গ্রহণ করে, তেমনি পারস্যের অনেক কিছুই অন্যান্য দেশের শিক্ষা সংস্কৃতিতে বিস্তার ঘটে। পরবর্তী সভ্যতা ও ধর্মতত্ত্বের ওপর পারস্য প্রভাব অত্যধিক। বিশেষ করে ভারতবর্সের মৌর্য ও গুপ্ত শাসনামলে পারসিক স্থাপত্য কলা অনুসরণ করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৫

এক কথায় উত্তর দিন-

১. পারস্য সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র বা নগরের নাম কি?
২. পারসিকরা কোন জাতি গোষ্ঠীর মানুষ?
৩. কোন পারস্য রাজের আমলে গ্রীসে অভিযান প্রেরিত হয়?
৪. গ্রীক বীর আলেকজান্ডার কত অব্দে পারস্য আক্রমণ করেন।
৫. পারস্যের বর্তমান নাম কি?
৬. পারসিকদের ধর্মমতের নাম কী?
৭. মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা) আমলে পারস্য রাজা কে ছিলেন?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পারস্য সভ্যতার উৎপত্তি সম্পর্কে লিখুন?
২. রাজা সাইরাস কে ছিলেন?
৩. পারসিক ধর্ম বা জরথুস্ত্র ধর্মমত সম্পর্কে লিখুন।

গ্রীক সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গ্রীক সভ্যতার উৎপত্তি স্থর সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- হেলেনিক ও হেলেনিষ্টিক সভ্যতার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- গ্রীক সভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- গ্রীক দর্শন-সাহিত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

গ্রীক সভ্যতার উৎপত্তি স্থল

ইউরোপ মহাদেশের আধুনিক গ্রীক রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রাচীন কয়েকটি শহরকে কেন্দ্র করে গ্রীক সভ্যতার উদ্ভব ঘটে। বলকান উপকূলের দক্ষিণাংশে অবস্থিত গ্রীস প্রায় পাঁচ হাজার বর্গমাইল ব্যাপী বিস্তৃত। অড্রিয়াটিক সাগর, ভূমধ্যসাগর, এজিয়ান সাগর দ্বারা বেষ্টিত থাকার কারণে গ্রীক সভ্যতাকে 'ওসেনিয়ান' (সাগরীয়) সভ্যতা বলা হয়। কিন্তু মিশর, ব্যবিলন, সিন্ধু সভ্যতা ছিল নদীকেন্দ্রীক সভ্যতা।

গ্রীক জাতির পরিচয়

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে দানিয়ুব অঞ্চল থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর এক দল মেষপালক জাতি এজিয়ান সাগর উপকূলে বসতি স্থাপন গড়ে তোলে। এই আদিবাসী গ্রীকরা আইওনিয়ান নামে পরিচিত। পরবর্তীতে তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একদল ভারত বর্ষে আসে (২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) এবং আর্য সভ্যতার সূত্রপাত ঘটায়। আইওনিয়ান এবং ভারতবর্ষের আযরা একই নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অপর দলটি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে গ্রীক উপদ্বীপে প্রবেশ করে বসবাস শুরু করে এবং এদের মধ্যমেই গ্রীক সভ্যতার উন্মেষ ঘটে।

হেলেনিক ও হেলেনিস্টিক যুগ

গ্রীক সভ্যতার দুটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর হেলেনিক সভ্যতা এবং দ্বিতীয় স্তরে হেলেনিস্টিক সভ্যতা। গ্রীকরা তাদের দেশকে 'হেলাস' বলতো। তাই গ্রীক সভ্যতার উন্মেষ বা আদিপর্ব হেলেনিক যুগ। কেবল গ্রীক উপদ্বীপ কেন্দ্রীক এই সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র বিন্দু ছিল এথেন্স। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ৩৩৭ অব্দ পর্যন্ত হেলেনিক যুগ বিদ্যমান ছিল। অতঃপর রাজা ফিলিপ কর্তৃক মেসিডোনিয়া কেন্দ্রীক নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে। রাজা ফিলিপের পুত্র আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে গ্রীকরা ইউরোপ আফ্রিকা ও এশিয়া ব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ফলে গ্রীক শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে বাইরের সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটিয়ে যে সভ্যতার সৃষ্টি হয় তা-ই হেলেনিস্টিক যুগের সভ্যতা।

হোমারিক যুগ খ্রিঃ (১২০০-৮০০)

গ্রীক সভ্যতার ক্রমবিকাশে আদিকালকে হোমারিক যুগ বলা হয়। গ্রীক কবি হোমারের নাম থেকে এ যুগের নামকরণ করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ৮০০ অব্দ পর্যন্ত এই যুগের বিস্তৃতি। বিখ্যাত কবি হোমার 'ইলিয়ড' এবং 'ওডিসি' নামে দুটি মহাকাব্য রচনা করেন। তার রচনাবলী থেকে গ্রীক ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, লোক ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। হোমারিক যুগে সমগ্র গ্রীক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামীণ সংস্থায় (Village Community) বিভক্ত ছিল এবং স্বাধীন ভাবে পরিচালিত হতো। এ যুগে সামন্ত রাজা ছিলনা- ছিল না ধর্মের কঠিন বাধা নিষেধ ও সুবিধাভোগী পুরোহিত। হোমারিক যুগে গ্রীকদের সামাজিক জীবনে যে মূল্যবোধ ও নীতিজ্ঞান জাগ্রত হয় তা পরবর্তী নগর সভ্যতার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়।

নগর রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ

খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দের দিকে হোমারিক যুগের অবসান ঘটে। হোমারিক যুগের গ্রাম সম্প্রদায়গুলি ভেঙ্গে কালক্রমে নগর রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এথেন্স, থিব্‌স, মেগারা, স্পার্টা এবং করিন্থ প্রভৃতি নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এসব ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এগুলির মধ্যে এথেন্স ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার ধারক বাহক।

গণতান্ত্রিক নগর রাষ্ট্র এথেন্স

সোলন ঃ ৫৯৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সোলন নামক একজন সংস্কারক এথেন্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধন করেন। তাঁর পদক্ষেপ সমূহঃ (১) ৪০০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কাউন্সিল গঠন, (২) সংসদ বা সাধারণ পরিষদে নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, (৩) জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একটি সুপ্রীম কোর্ট গঠন। এছাড়া প্রশাসন ও ভূমি সংস্কারের তিনি অবদান রাখেন। এই সংস্কারের ফলে এথেন্সের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্লিসথেনিস ঃ খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ অব্দে ক্লিসথিনিস জনগণের সহায়তায় এথেন্সের ক্ষমতায় আসেন। তিনি এথেন্সের গণতন্ত্রের প্রতিভূ (Father of Athenian democracy) হিসেবে পরিচিত। এ সময়ে পারস্য কর্তৃক গ্রীক আক্রান্ত হয় এবং দীর্ঘ দিন গ্রীক পারস্য যুদ্ধ অব্যাহত থাকে।

গ্রীক-পারস্য যুদ্ধ ঃ পারস্যের অ্যাকামেনীয় সম্রাট সাইরাস প্রথমে গ্রীক অভিযান করেন এবং নগর রাষ্ট্র সমূহের ওপর ধ্বংসলীলা চালান। সাইরাসের পর পারস্য সম্রাট দারিয়ুস গ্রীক আক্রমণ করে। খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০ অব্দে ম্যারাথন নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে গ্রীকরা পারস্য বাহিনীকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে। উল্লেখ এ ঘটনাকে স্মরণ করে পরবর্তীতে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়। ম্যারাথনে পরাজয়ের পর দারিয়ুসের পুত্র জারেক্সস খ্রিঃ পূর্ব ৪৮০ অব্দে গ্রীক যুদ্ধ অভিযান চালান। কিন্তু থার্মোপলীর যুদ্ধে পারস্য বাহিনী আবার পরাজিত হয়। গ্রীকদের বিজয়ের ফলে গ্রীক গণতন্ত্র আরো সুদৃঢ় হয় এবং মূলভুখন্ড ছেড়ে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত গ্রীক গণতন্ত্র ছড়িয়ে পড়ে ।

পেরিক্লিসের যুগ (Age of Pericles) ঃ দেশান্তরাধে উজ্জিবিত গ্রীকরা এথেন্সের নেতৃত্বে এক সমৃদ্ধশালী গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলে। এই বিকশিত গণতন্ত্র ও সমাজকে আরো চূড়ান্ত শিখরে তোলেন বিখ্যাত পেরিক্লিস, তাঁর সময়ে (খ্রিঃ পূর্ব ৪৬১-৪২৯) সমগ্র গ্রীক দেশের গণতন্ত্র, স্থাপত্যকলা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম বিকাশ ঘটে। এই কারণে তার সময়কালে পেরিক্লিসের যুগ বলা হয়। পেরিক্লিসের সময়ে নাট্যকার সোফোক্লিস, দার্শনিক এনাক্স গোরাস, নাট্যকার ইউরিপিডিস রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

এথেনীয় (হেলেনিক) সভ্যতার পতন ঃ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসের দুটি শক্তিশালী নগর রাষ্ট্র এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে বিরোধ বাধে। স্পার্টা নগর রাষ্ট্রটি বরাবরই সামরিক তন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তা ইতিহাসে পেলোপনেসীয় যুদ্ধ (খ্রিস্টপূর্ব ৪৩১-৪০৪ অব্দ) বলে খ্যাত। এই যুদ্ধে এথেন্সের পতন ঘটে এবং স্পার্টা এথেন্স দখল করে নেয়। ফলে হেলেনিক সভ্যতারও পতন ঘটে।

হেলেনিস্টিক যুগ

আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য ঃ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উত্তর গ্রীসের মেসিডোনীয় রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মেসিডোনীয় রাজা ফিলিপ এথেন্স সহ সমগ্র গ্রীক রাজ্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। রাজা ফিলিপের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে ইউরোপসহ শক্তিশালী পারস্য সাম্রাজ্য অধিকৃত হয়। ফলে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে প্রাচ্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরী ছিল এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি। তাই এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি আলেকজান্দ্রিয়ান বা হেলেনিস্টিক সভ্যতা বলে পরিচিত।

গ্রীসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি ঃ সভ্যতার ইতিহাসে গ্রীক দর্শন গোটা বিশ্বের দর্শন ও সভ্যতাকে প্রভাবিত করে। অদ্যাবধি জ্ঞানের জগতে যে সকল গ্রীক কবি দার্শনিক আলোক বর্তিকা বিতরণ করছেন তাদের অন্যতম সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল। গ্রীক দার্শনিকদের যুক্তি ব্যাখ্যা ও দর্শন জগতকে সমৃদ্ধশালী করে। এই সকল যুক্তিবাদী দার্শনিককে সফিস্ট বলা হয়। গ্রীক দর্শনে অন্যতম দার্শনিক সক্রেটিস নিজের সত্য প্রকাশে অনঢ় থেকে শাসকের নির্দেশে বিষপান করে মৃত্যুবরণ করেন। তার বিখ্যাত উক্তি নিজেকে জানো (Know theyself)। তাঁর শিষ্য প্লেটো এবং এ্যারিস্টটল সর্বকালের বিখ্যাত দার্শনিক। প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি রিপাবলিক'। এ্যারিস্টটলের তার 'পলিটিক্স' (Politics) গ্রন্থে রাজনীতি, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে মতামত তুলে ধরেন। আর বিশ্ববিজেতা মহান আলেকজান্ডার নিজেও একজন দার্শনিক ও জ্ঞানী ছিলেন। তার শিক্ষক ছিলেন দার্শনিক এ্যারিস্টটল।

গ্রীক সাহিত্য ঃ গ্রীক সাহিত্যের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে হোমারিক যুগে। হোমারের সাহিত্য নিয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' তে গ্রীকদের বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হোমারিকযুগের পরে গ্রীক

সমাজে গীতিকাব্য ও শোক গাথার আবির্ভাব ঘটে। এ সকল গাথায় ব্যক্তিগত প্রণয়কাহিনীর বিবরণ রয়েছে। সোলোন ছিলেন একজন বিখ্যাত গীতি কাব্য রচয়িতা। এছাড়া বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন এসকাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপাইডিস প্রমুখ।

গ্রীক ইতিহাস ঃ ইতিহাসের জনক ছিলেন গ্রীসের বিখ্যাত লেখক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (৪৮৪-৪২৫ খ্রিঃ পূর্ব)। ইতিহাসে শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হিস্ট্রি শব্দটি গ্রীকভাষার শব্দ। তিনি মিসর, পারস্য ও ইতালি ভ্রমণ করে ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করেন। এছাড়া জেনোফার নামে এক ব্যক্তি ইতিহাস সংগ্রহে খ্যাতি অর্জন করেন।

বিজ্ঞান সাধনা ঃ হেলেনিস্টিক যুগে বিজ্ঞান সাধনায় অসাধারণ উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইতিহাস গবেষণায় পলিবিয়াস, জ্যোর্তিবিদ্যায় এ্যরিস্টটল ও হিপারকাস, গণিতে বিখ্যাত পিথাগোরাস ও ইউক্লিড প্রমুখ মনিষীরা আলোকজান্দ্রিয়ায় জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করেন।

সার-সংক্ষেপ

গ্রীক সভ্যতার বড় বৈশিষ্ট্য 'চিনতার স্বাধীনতা'। এ সময়ে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার প্রতি স্পৃহা জাগে এবং আত্ম উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এ সভ্যতা ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জিত হয়। পুরোহিতদের কব্জা থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ নিজের বিবেক বুদ্ধি ও মননশীলতাকে প্রাধান্য দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৬

এক কথায় উত্তর দিন-

১. গ্রীস কোন তিনটি সাগর দ্বারা বেষ্টিত?
২. আদি গ্রীস কী নামে পরিচিত?
৩. হোমার কে ছিলেন?
৪. হোমার রচিত মহাকাব্য দুটি কী?
৫. গ্রীক সভ্যতার দুটির নগর রাষ্ট্রের নাম লিখুন।
৬. কোন পারস্য সম্রাট প্রথম গ্রীস আক্রমণ করেন।
৭. ম্যারাথন যুদ্ধে কারা পরাজিত হয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পেরিক্লিস যুগ কী?
২. হেলেনিক ও হেলেনিস্টিক যুগের পার্থক্য নির্ণয় করুন।
৩. গ্রীক জাতির আদি পরিচয় দিন।
৪. ক্লিসথেনিস কে ছিলেন?

রোমান সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রোমান সভ্যতা উৎপত্তি সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- রোমান সভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাস ও সময়কাল জানতে পারবেন।
- জ্ঞান বিজ্ঞানে রোমানদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

রোমান সভ্যতার উৎপত্তি

গ্রীক সভ্যতার সমসাময়িক রোমান সভ্যতা হেলেনিক ও হেলেনিস্টিক সভ্যতার অনেক সংস্কৃতি গ্রহণ করে নিজেদের উন্নতি ঘটিয়েছি। ঐতিহাসিকদের ধারণা ৭৫৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোম নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা রোমুলাস এর নামানুসারে রোম নগরীর নামকরণ করা হয়। টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন রোমানগরীকে বিশ্বের রাজধানী বলা হয়। কারণ রোম নগরীর সঙ্গে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া-এই তিনটি মহাদেশের বিস্তৃত যোগাযোগ রয়েছে। রোমীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রবাব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলসহ উত্তরে ব্রিটেন, জার্মানী, পূর্বে মেসোপটেমিয়া, দক্ষিণে মিসর ও লিবিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রোমান ইতিহাস ঃ ঐতিহাসিকগণ রোমান সভ্যতার ইতিহাসকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেন। (ক) রাজতন্ত্র যুগ (৭৫৩-৫১০ খ্রিস্টপূর্ব), (খ) প্রজাতন্ত্র যুগ (৫১০-৬০ খ্রিস্টপূর্ব), (গ) প্রথম কনসুলেট (৬০-৩১ খ্রিস্টপূর্ব), (ঘ) সম্রাট অক্টভিয়ান অগাস্টাস যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৩১-১৪) (ঙ) অগাস্টাস পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্য (১৪-৪৭৫ খ্রিস্টাব্দ)

অগাস্টান যুগ (Augustan Age) ঃ জুলিয়াস সিজার (সিজার রোমান সম্রাটদের উপাধি) সহ অনেক বিখ্যাত শাসক রোমীয় সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। কিন্তু রোমের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত শাসক ছিলেন সম্রাট অক্টাভিয়ান অগাস্টাস (খ্রিস্টপূর্ব ৩১-১৪ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর শাসনামলে রোমীয় সভ্যতায় স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে রোমীয় ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্পকলা, বিজ্ঞান চর্চা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে। এই জন্য ইতিহাসে তার সময়কালকে 'অগাস্টান যুগ' (Augustan Age) বলা হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের রোমানদের অবদান

রোমীয় সাহিত্য ঃ রোমান সাহিত্য-সংস্কৃতিতে গ্রীক সভ্যতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উচ্চ শিক্ষিত রোমানরা ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতো। সে যুগে রোমান সাহিত্য চর্চা ছিল ব্যাপক। মলিয়ে প্লুটাস এবং টেরেন্স ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও নাট্যকার। রোমীয় সাহিত্যে নাটকের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। গীতি কাব্যকার ক্যাটুলাস ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। সে যুগে সাহিত্য চর্চায় স্বাধীনতা ছিল। ক্যাটুলাস রোমান শাসক পম্পি এবং জুলিয়াস সিজারের বিরুদ্ধেও বিদ্রুপাত্মক কবিতা ও গীতি কাব্য রচনা করেন। এ ছাড়া সিসিরো এবং ভার্জিল সাহিত্য চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেন। অগাস্টান পরবর্তী যুগের বিখ্যাত কবি জুভিনাল ছিলেন একজন ব্যঙ্গধর্মী কবি।

ইতিহাস ঃ সাহিত্য কর্মের সঙ্গে ইতিহাস চর্চাও রোমে সমৃদ্ধি অর্জন করে। সে যুগে ইতিহাস দর্শন ও সাহিত্য চর্চার মধ্যে তেমন প্রভেদ ছিল না। সাহিত্যের প্রধান উপাদানই ছিল ইতিহাস। রোমের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন টিটাস লিভি (Titus Livius) খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯-১৭ খ্রিস্টাব্দ), ট্যাসিটাস (৫৫-১১৭ খ্রিঃ) এবং প্লুটার্ক। তবে রোমান ঐতিহাসিকরা লিভিকে পম্পিয়ান হিসেবে অভিহিত করেন। লিভির বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ The History of Rome from the Foundation of the City, ট্যাসিটাস এর বিখ্যাত গ্রন্থ Annals এবং Histories আর প্লুটার্ক এর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'The Parallel Lives'। এ গ্রন্থে রোমান সেনা নায়ক ও শাসকদের জীবন চরিত্র লিপিবদ্ধ আছে। এ সব গ্রন্থে লেখকরা তৎকালীন রোমান সংস্কৃতি, রাজনৈতিক বিশৃংখলা, সামাজিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে বিবরণ দেন।

রোমীয় ধর্ম ঃ রোমানরা গণপ্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে শাসনকার্যে ধর্মীয় প্রভাব বা পুরোহিত তন্ত্র পাকাপোক্ত হয়ে বসতে পারেনি। তাদের দেবদেবীর মধ্যে গ্রীকদের মতো মানবিক গুণাবলী আরোপিত হয়। এক্ষেত্রে গ্রীক ধর্মের সঙ্গে রোমীয় ধর্মের বৈসাদৃশ্য থেকে সাদৃশ্যই বেশী পরিলক্ষিত হয়। বিখ্যাত গ্রীক দেবতা জিউস রোমানদের নিকট তা আকাশের দেবতা জুপিটার হিসেবে খ্যাত। গ্রীক দেবতা এথেনার জায়গায় রোমীয় দেবতা মির্নাভা স্থান দখল

করে। রোমের প্রেমের দেবতা ছিলেন ভেনাস। বাতাস এবং সমুদ্রের দেবতা নেপচুন রোমানদের নিকট খুবই জনপ্রিয় ও শক্তিশালী ছিল। রোমীয় ধর্ম চর্চা ছিল রাজনৈতিক ও জাগতিক।

রোমীয় দর্শন ঃ দর্শনের ক্ষেত্রেও রোমানরা গ্রীক প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। গ্রীক দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই রোমীয় দর্শনের সূত্রপাত। রোমীয় দার্শনিকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন সিসিরো (Cicero), লুক্রেটিয়াস (Lucretius)। লুক্রেটিয়াস ছিলেন গ্রীক এপিকিউরিয়ান মতবাদের প্রবক্ত। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'On the Nature of Things' অপর দিকে সিসিরো ছিলেন গ্রীক স্টয়িক মতবাদের অনুসারী। তার বিখ্যাত রচনা 'On Duty' তে স্টয়িক মতবাদের প্রতিফলন ঘটে।

রোমীয় আইন ঃ প্রাচীন সভ্যতায় রোমানদের অন্যতম কৃতিত্ব হলো রোমান আইন ব্যবস্থা (Roman Law), রোমান দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন (সিভিল ও ক্রিমিনাল 'ল) খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেই সংকলিত হয়। এই আইনগুলি জনগণের সুবিধার্থে কাঠের ফলকে কোদিত করে রাজপথে প্রকাশ্যে টাঙ্গিসে রাখা হতো। এ আইনগুচ্ছকে বলা হতো দ্বাদশ তালিকা (Twelbe Tables)। বিশিষ্ট আইনবিদ গেইয়াস, আলপিয়ান প্যাপিনিয়ান এবং পলাস। আইনজ্ঞ বা জুরি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আমলে এদেরকে আইনের ব্যাখ্যা ও মামলা নিস্পত্তির অধিকার দেয়া হয়। এদের দ্বারা আইন সংস্কারের মাধ্যমে রোমান আইন একটি সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিকও দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নতুন আইনের তিনটি শাখা ছিল। (ক) জাস সিভিলে (Jus Civile), (খ) জাস জেন্টিয়াম, (গ) জাস ন্যাচারাল।, জাস সিভিলে বা সিভিল বা বেসামরিক আইন সকল রোমীয় নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য। জাস জেন্টিয়াম বা জনগণের আইন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রযোজ্য এবং জাস ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক আইন মূলতঃ প্রাকৃতিকভাবে ন্যায় অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে মানুষ জন্মগতভাবে সমান এবং মৌলিক অধিকার প্রাপ্ত। তাই রাষ্ট্র বা সরকার তাকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। এই আইনের প্রবক্তা ছিলেন দার্শকি সিসেরো।

রোমীয় শিল্পকলা ঃ রোমনগরীকে কেন্দ্র করে রোমীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা বিকশিত হয়। জুলিয়াস-সিজারের আমল থেকে রোমীয় শিল্পকলার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। অগাস্টাস রোমীয় শিল্পকলাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান। প্রবাদ আছে যে, রোম নগরী একদিনে তৈরী হয়নি। রোম নগরীর স্থাপত্যে ইটের পরিবর্তে মার্বেল এবং মোজাইকের ব্যবহার শুরু হয়।

সার-সংক্ষেপ

রোমান সম্রাটগণ প্রায় ছয় শতাব্দী ধরে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপী শাসন করেছে। পাশাপাশি সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন ও শিল্পকলার প্রসার ঘটিয়ে বিশ্ব মানব সভ্যতাকে করেছে সমৃদ্ধশালী। রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে রোম ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী নগরী। প্রচলিত আছে যে, রোম গোটা বিশ্বকে শাসন করেছে (Rome Ruled the world)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. রাজা রোমুলাস এর নামানুসারে রোম নগরী প্রতিষ্ঠিত-
   ক. ৭৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে খ. ৮৫৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে
   গ. ৭৫৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ঘ. ৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে

২. অগাস্টান যুগ বলা হয়–
   ক. জুলিয়াস সিজারের শাসনকালকে খ. অক্টাভিয়ান অগাস্টানের শাসনামলকে
   গ. ব্রুটাসের শাসন কালকে ঘ. পম্পির রাজত্বকালকে

৩. রোমীয় আকাশ দেবতার নাম-
   ক. জুপিটার খ. জিউস
   গ. এথেনা ঘ. মিনর্ভা

৪. টিটাস লিভি ছিলেন-

ক. একজন সম্রাট
খ. একজন সেনাপতি
গ. ঐতিহাসিক
ঘ. একজন সিনেটর

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. রোমান সভ্যতার উৎপত্তি সম্পর্কে লিখুন?
২. অগস্টাস যুগ কী?
৩. রোমীয় সাহিত্য সম্পর্কে বিবরণ দিন।
৪. রোমীয় ইতিহাস চর্চার বিবরণ দিন।

বিশদ-উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার শাসন ব্যবস্থা আলোচনা করুন।
২. প্রাচীন মিশরীয়দের দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের অবদান লিখুন।
৩. সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সুমেরীয়দের অবদান লিখুন।
৪. ব্যবিলনীয় সভ্যতার পরিচয় দিন।
৫. রাজা হাম্মুরাবী ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?
৬. শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চায় ব্যবিলনীয়দের অবদান আলোচনা করুন।
৭. হিব্রু সভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করুন।
৮. পারশ্যরাজ দারিয়ুস সম্পর্কে লিখুন?
৯. পারস্যের সাসানীয় বংশের ইতিহাস লিখুন?
১০. হোমারিক যুগের পরিচয় সম্পর্কে লিখুন।
১১. গ্রীক দর্শন সম্পর্কে বিবরণ দিন।
১২. রোমান সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চার বিবরণ দিন।
১৩. রোমান আইন সম্পর্কে বিবরণ দিন।

উত্তরমালা

পাঠ ১.১ ঃ	১.গ	২.ক	৩.খ	৪.গ
পাঠ ১.২ ঃ	১. খ	২.ঘ	৩.গ	
পাঠ ১.৩ ঃ	১.ক	২.গ	৩.ক	৪.খ
পাঠ ১.৪ ঃ	১.গ	২.খ	৩.ক	৪.গ